এক নজরে নেত্রকোণা জেলার মৌলিক তথ্যাবলি

১.	আয়তন		:	২৭৯৪.২৮ বর্গ কিঃ মিঃ
২.	ভৌগোলিক অবস্থান		:	উত্তরে ভারত, দক্ষিণে কিশোরগঞ্জ জেলা, পূর্বে সুনামগঞ্জ জেলা এবং পশ্চিমে ময়মনসিংহ জেলা।
৩.	জনসংখ্যা		:	২৩,২৩,১৮৭ জন, পুরুষ- ১১,৮৪,৩০৮ জন, নারী- ১১,৩৮,৬৬০জন (২০২২ সনের আদম শুমারি অনুযায়ী)
৪.	ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী		:	পরিবারের সংখ্যা- ৬০৬৯টি, জনসংখ্যা- ২৫,২৪৭ জন (২০২২ সনের আদম শুমারি অনুযায়ী)
৫.	জনসংখ্যার ঘনত্ব		:	৮৩২ জন (প্রতি বর্গ কি.মি.)
৬.	জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার		:	১.২২%
৭.	নির্বাচনী এলাকা		:	১৫৭-১৬১ (৫টি)
৮.	উপজেলা		:	১০ টি {(ক) নেত্রকোণা সদর, (খ) বারহাট্টা, (গ) পূর্বধলা, (ঘ) কেন্দুয়া, (ঙ) আটপাড়া, (চ) কলমাকান্দা, (ছ) দুর্গাপুর, (জ) মোহনগঞ্জ, (ঝ)মদন, (ঞ) খালিয়াজুরী}
৯.	পৌরসভা		:	০৫টি {(ক) নেত্রকোণা, (খ) কেন্দুয়া, (গ) দুর্গাপুর, (ঘ) মোহনগঞ্জ, (ঙ) মদন}
	সীমান্তবর্তী উপজেলা		:	০২ টি (দুর্গাপুর, কলমাকান্দা)
১০.	ইউনিয়ন		:	৮৬ টি
১১.	ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্র		:	৯১ টি
১২.	সীমান্ত ফাঁড়ি		:	০৮ টি
১৩.	গ্রাম		:	২,২৮২ টি (২০২২ সনের আদম শুমারি অনুযায়ী)
১৪.	ইউনিয়ন ভূমি অফিস		:	৮৬ টি
১৫.	আবাসন/আশ্রায়ন প্রকল্প		:	১৯টি
১৬.	গুচ্ছগ্রাম		:	১২টি
১৭.	মৌজা		:	১,৬১৪টি
১৮.	নদী		:	৪৪টি
১৯.	প্রধান প্রধান নদী		:	কংস, সোমেশ্বরী, ধনু, মগড়া
২০.	জলমহাল		:	১৩২টি (২০ একরের উর্ধে), ৩০৪ (২০ একর পর্যন্ত)
২৪.	বালু মহাল		:	০৭টি
২৫.	উপজেলার মোট ঘাটের সংখ্যা		:	৩৮টি
২৬.	যোগাযোগ		:	
	ক.	রেল পথ	:	৬৬ কিঃ মিঃ
	খ.	সড়ক পথ	:	১) কাঁচা সড়ক : ১৬৬০ কি. মি. ২) পাকা সড়ক : ৫৬৬ কি. মি.
	গ.	নদী পথ	:	২০০ মাইল (প্রায়)
		জেলার খালিয়াজুরী উপজেলাটি হাওড় অধ্যুষিত বিচ্ছিন্ন এলাকা। জেলা সদরের সাথে খালিয়াজুরী উপজেলার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নেই। তবে নৌ যোগাযোগ আছে।		
২৭.	আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ		:	৪,৬১,১৫০.০০ একর (কৃষি শুমারি ২০০৮ অনুযায়ী)

২৮.	অনাবাদি জমির পরিমাণ		:	৫১,৩৩১.০০ একর
২৯.	খাসজমির পরিমাণ		:	৮৪,০১৩.৯৫ একর কৃষি- ৪৯,৬১৭ একর অকৃষি- ৩৪,৩৯৬.৪৬ একর
৩০	শিক্ষার হার		:	৬৮.৭% (SVRS ২০২০ অনুযায়ী)
৩১	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনের হার		:	৯৮%
৩২	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান		:	
	ক.	পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়	:	০১ টি
	খ.	মেডিকেল কলেজ	:	০১ টি
	গ.	মহাবিদ্যালয়	:	৩০ টি (সরকারি ৩টি এবং বেসরকারি এমপিওভুক্ত ২১টি ও নন-এমপিওভুক্ত-৬টি)
	ঘ.	শিক্ষক প্রশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়	:	০১ টি
	ঙ.	উচচ বিদ্যালয়	:	২৬৬ টি
	চ.	সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়	:	১৩১৫ টি
	ছ.	কারিগরী প্রতিষ্ঠান	:	২০ টি (সরকারি ১টি এবং বেসরকারি এমপিওভুক্ত-১৩টি ও নন-এমপিওভুক্ত-৬টি)
	জ.	প্রাথমিক শিক্ষক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	:	১টি
	ঝ.	মাদ্রাসা	:	৩১৭টি (কামিল-০১টি, ফাযিল-১০টি, আলিম-১৫টি, দাখিল-এমপিওভুক্ত-৫৯টি, নন-এমপিওভুক্ত-০৫টি এবং এবতেদায়ী-২২৭টি)
	ঞ.	কিন্ডারগার্টেন	:	২৭৫টি
	ট.	সরকারি শিশু পরিবার (বালক):	:	০১ টি
	ঠ.	এতিমখানা	:	৫১ টি
	ড.	উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি	:	০১ টি
	ঢ.	পাবলিক লাইব্রেরি-কাম-অডিটরিয়াম	:	০৬ টি
	ণ.	কম্পিউটার ল্যাব স্থাপনকৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা	:	৫৫টি
৩৩	চিকিৎসা সুবিধাদি		:	
	ক.	আধুনিক হাসপাতাল	:	০১ টি
	খ.	হেলথ্ কমপ্লেক্স	:	০৯ টি
	গ.	ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র	:	৫৫ টি
	ঘ.	মাতৃসদন ও শিশুকল্যাণ কেন্দ্র	:	০১ টি
				-৩-
৩৪	প্রেস		:	২২ টি
৩৫	বি জি বি ব্যাটালিয়ন হেড কোয়ার্টার		:	০১ টি
৩৬	স্টেডিয়াম		:	০১ টি
৩৭	প্রাকৃতিক সম্পদ		:	চিনামাটি, কাঁচবালি

৩৮	ধর্মীয় উপাসনালয়	:	মসজিদ ৩৯০১ টি মন্দির ৬২০ টি প্যাগোডা ৪ টি গির্জা ০৮ টি
৩৯	জেলা কারাগার	:	১টি
৪০	এনজিও	:	৬১টি
৪১	ব্যাংক	:	১০টি
৪২	প্রেসক্লাব	:	১০টি
৪৩	সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান	:	৫০টি
৪৪	রেল স্টেশন	:	১২টি
৪৫	স্থানীয় দৈনিক পত্রিকা	:	৮টি
৪৬	স্টেডিয়াম	:	১টি
৪৭	পোস্ট অফিস	:	১৩টি
৪৮	প্রধান হাওড়	:	৫টি
৪৯	স্যানিটেশনের হার	:	৮৩.৭৫%
৫০	কৃষি সম্পদ	:	ধান, পাট
৫১	ঢাকা থেকে জেলার দূরত্ব	:	১৬১ কি. মি.
৫২	মহকুমা থেকে জেলায় পরিবর্তন	:	১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪

দর্শনীয় স্থান

দুর্গাপুর

- বিজয়পুর পাহাড়ে চিনামাটির নৈসর্গিক দৃশ্য।
- টংক আন্দোলনের স্মৃতিসৌধ।
- রাণীখং মিশন টিলাতে ক্যাথলিক গির্জা।
- বিরিশিরি ক্ষুদ্র নৃ-তাত্ত্বিক জনগোষ্ঠির কালচারাল একাডেমি।
- কমলা রাণীর দীঘি।
- কথিত নইদ্যা ঠাকুরের ভিটা।
- রাশিমণি স্মৃতি সৌধ।

কলমকাকান্দা

- লেংগুরা টিলা, চেংটি, গোবিন্দপুর পাহাড়ের নৈসর্গিক দৃশ্য।
- সাত শহিদের মাজার।

নেত্রকোণা সদর

- হযরত শাহ সুলতান কমর উদ্দিন রুমী (রাঃ)-এঁর মাজার শরীফ, মদনপুর।

কেন্দুয়া

- রোয়াইলবাড়ির পুরাকীর্তি।

সম্ভাবনা

০১. সিরামিক ও কাঁচশিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত সাদামাটি ও কাঁচবালি দুর্গাপুরে পাওয়া যায়। দুর্গাপুরে সিরামিক কাঁচশিল্প স্থাপনের বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

০২. পর্যটন শিল্পের বিকাশে দুর্গাপুরের বিজয়পুর, বিরিশিরি, কলমাকান্দার লেঙ্গুরা এবং কেন্দুয়ার রোয়াইলবাড়িতে অবস্থিত মোগল স্থাপত্যকে কেন্দ্র করে পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলা যেতে পারে।

০৩. বিজয়পুর স্থলবন্দরের কার্যক্রম চালুর মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিসহ জেলায় কর্মসংস্থান ও ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

০৪. হাওড়-বাওর বেষ্টিত ভাটি অঞ্চল হওয়ায় মিঠা পানির মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিসহ মাছের অভয়াশ্রম সৃষ্টির ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে।

নেত্রকোণা জেলার যোগাযোগ ব্যবস্থা

জেলার সাথে ঢাকার যোগাযোগ

সড়ক পথ	:	প্রায় ১৬১ কিঃ মিঃ (নেত্রকোণা-ময়মনসিংহ-৩৯ কিঃমিঃ; ময়মনসিংহ শহর-৩ কিঃ মিঃ এবং ময়মনসিংহ-ঢাকা-১২০ কিঃমিঃ), সড়ক পথে বাসযোগে সরাসরি যাতায়াত চালু রয়েছে।
রেলপথ	:	প্রায় ১৮৩ কিঃ মিঃ। নেত্রকোণা-ময়মনসিংহ আন্তঃনগর/লোকাল ট্রেন সার্ভিস এবং ময়মনসিংহ থেকে ঢাকা-আন্তঃ নগর/লোকাল ট্রেন সার্ভিস চালু আছে।

জেলার সঙ্গে উপজেলার (Head Quarter) যোগাযোগ

১. নেত্রকোণা সদর	:	১০০ মিটার, ৫ মিনিট।
২. বারহাট্টা	:	১৬ কিঃ মিঃ, সড়ক পথে যাতায়াতের সময়-৪০ মিনিট।
৩. আটপাড়া	:	১৯ কিঃ মিঃ, সড়ক পথে যাতায়াতের সময়-৪৫ মিনিট।
৪. কেন্দুয়া	:	২৭ কিঃ মিঃ, সড়ক পথে যাতায়াতের সময়-৪০মিনিট।
৫. মদন	:	৩০ কিঃ মিঃ, সড়ক পথে যাতায়াতের সময়-১ ঘন্টা।
৬. মোহনগঞ্জ	:	৩০ কিঃ মিঃ, সড়ক পথে যাতায়াতের সময়-১ ঘন্টা।
৭. পূর্বধলা	:	২০ কিঃ মিঃ, সড়ক পথে যাতায়াতের সময়-১ ঘন্টা।
৮. দুর্গাপুর	:	৪৫ কিঃ মিঃ, সড়ক পথে যাতায়াতের সময়-২ ঘন্টা।
৯. কলমাকান্দা	:	৩৩ কিঃ মিঃ, সড়ক পথে যাতায়াতের সময়-২ ঘন্টা।
১০.খালিয়াজুরী	:	৫৫.০০ কিঃ মিঃ। বর্ষাকালে ইঞ্জিন চালিত নৌকা ও মোটর গাড়ি/বাস যোগে ৩.০০ ঘন্টা, শুষ্ক মৌসুমে মোটর গাড়ি/বাস ও মোটর সাইকেলযোগে ৩.৩০ ঘন্টা এবং মোটর গাড়ি, ইঞ্জিন চালিত নৌকা ও পদব্রজে ৪.৩০ ঘন্টা।
হেলিপ্যাড	:	খালিয়াজুরী উপজেলা ব্যতীত সকল উপজেলায় হেলিপ্যাড রয়েছে।
টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা	:	জেলার সকল উপজেলার সাথে ডিজিটাল টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা চালু আছে।
মোবাইল নেটওয়ার্ক	:	জেলার সকল উপজেলা মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতাভুক্ত।
ফ্যাক্স	:	জেলা প্রশাসকের কার্যালয় এবং সকল উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়ে ফ্যাক্স স্থাপন করা রয়েছে।